ভূমিকম্প

চৌদ্দতম বাণীর শেষাংশ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا * وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا * وَ قَالَ الْاِنْسَانُ مَالَهَا * يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا * * الخ

যখন পৃথিবী কম্পনে প্রকম্পিত হবে, যখন সে তার বোঝা বের করে দেবে। এবং মানুষ বলবে, এর কি হল? সেদিন সে তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে, কারণ, আপনার পালনকর্তা তাকে আদেশ করবেন। সেদিন মানুষ বিভিন্ন দলে প্রকাশ পাবে, যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো হয়। অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখতে পাবে এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও দেখতে পাবে। সূরা যিলযাল।

আলোচ্য সূরাটি অকাট্যভাবে উপস্থাপন করছে যে, পৃথিবীর নড়াচড়া এবং ভূমিকম্পের মধ্যে অবস্থানী হওয়াটা ওহী ও ইলহামের দ্বারা স্পষ্ট যে, পৃথিবী আল্লাহ্‌র নির্দেশের নিয়ন্ত্রনে ঝাঁকছে। মাঝে মধ্যে কম্পিত হচ্ছে।

(আধ্যাত্মীক ও অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ এক দিক থেকে এই মুহুর্তে ভূমিকম্প এর সুবাদে ৬-৭ টি আংশিক প্রশ্নের সম্মুখে আবারও অধ্যাত্মিক দৃষ্টিক্ষমতার সাহায্যের দ্বারা উত্তর সমুহ আমার অন্তরে এসেছে। ব্যাখ্যামুলক কয়েকবার লেখার নিয়্যত করার পরেও অনুমতি দেওয়া হয় নাই। কেবল সংক্ষিপ্ত আকারে এখানে লেখানো হবে)

প্রথম প্রশ্নঃ এই বড় রকমের বিপদ ভূমিকম্পের বস্তুবিদ মুসিবত থেকে আরও কষ্টকর মুসিবত হল আধ্যাত্মিক এক মহা বিপদ যা এই ঝাকুনীর ধারাবাহিক প্রবাহমান থেকে আগত ভয় এবং হতাশা হিসেবে অধিকাংশ দেশ সমূহে রাতের স্বভাবজাত রেষ্ট নেওয়ার সময়কালে মারাত্মক ভূমিকম্পের এক শাস্তি প্রদান করার আসলেই কারণ কি?

এবারও আধ্যাত্মিক উত্তর দিচ্ছিঃ এরকম বলার ন্যায় যে, রামজান শরীফের তারাবীহ এর সময়ে পূর্ণাঙ্গ ইচ্ছানুরাগের ও পূর্ণ তৃপ্তির সাথে মদ্যপানে মাতাল হওয়াটা অতি আগ্রহের সাথে গান বাজনা এবং মাঝে মধ্যে যুবতী মেয়েদের সুরের সাথে রেডিও বাজানোর দ্বারা এই পবিত্র ইসলামের ক্ষেন্দ্রের সর্ব দিকে প্রবল আগ্রহের সাথে ঐ বেহায়াপনাকে শ্রবণ করানোটাই এই ভয় ও সংশ্লীষ্ট শাস্তির ফলাফল।

দ্বিতীয় প্রশ্নঃ কেন অমুসলিমদের দেশ সমুহে এই আসমানী চড় আসছেনা? এই বেচারা মুসলমানদের উপর এই গজব অবতীর্ণ হচেছ কেন?

উত্তরঃ বড় বড় ত্রুটি সমূহ এবং খুন সমুহ, দেরীতে বড় ক্ষেন্দ্র সমূহে এবং ছোট খুন খারাবী সমূহ তাড়াতাড়ীতে ছোট ছোট ক্ষেন্দ্রপ্রান্ত সমূহে প্রদান করার ন্যায় অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ হিকমতের ধারানুসারে আহলে কুফরের খুন-খারাবী সমূহের বড় এক অংশকে সর্বোচ্চ বড় আদালতনামী হাশরের ময়দানে দেরীতে হলেও সংঘটিত হবে, আহলে ঈমানের ভূল-ত্রুটি সমূহকে অংশ বিশেষ এই দুনিয়াতে দেওয়া হয়। (**ব্যাখ্যা** রাশিয়ার ন্যায় ধর্মহীন যারা ইসলামের পূর্বের দ্বীন সমূহের প্রতি লক্ষ দৃশ্য না করে রহিত এবং পরিবর্তন করে ফেলাকৃত দ্বীন সমূহের ধরুন, বর্তমান হক্ব ও চিরকালীন এবং রহিত হওয়ার অসম্ভাবনা এই ইসলাম ধর্মকে অবহেলা করার কারণে আল্লাহর নিময় নীতি অনুসারী না হওয়ার ধরুন, জমিন আপাতত ধর্মহীনদের ছেড়ে দিয়ে বিশুদ্ধ ধর্মকে অবহেলা কারীদের প্রতি ক্রদান্নীত হচ্ছে।)

তৃতীয় প্রশ্নঃ কিছু লোকের গুনাহের কারণে আগত এই মুসিবত, এক স্থরের দেশ সমুহে সকলের প্রতি দেখার ন্যায় আযাব আসার কারণ কি?

উত্তরঃ উমুমী মসিবত অধিকাংশ মানুষের গোনাহ এর হুকুমে আসার দৃষ্টিতে, অধিকাংশ মানুষের ঐ জালীম ব্যক্তির অশৃংখল কর্মকান্ডে ও অবশ্যকীয়ভাবে অংশীদারিত্ব পাওয়া যায়। যার ফলে উমুমী মসিবত কারণ সূলভ আচরণ করে সকলের উপর দেখার ন্যায় আযাব আসে।

চতুর্থ প্রশ্নঃ যেহেতু এই ভূমিকম্প নামীয় মসিবতকে গোনাহ সমূহের ফলাফর স্বরুপ এবং গোনাহের কাফফারা স্বরুপ বিবেচনা করা হয় কিন্তু নিস্পাপদের ও ত্রুটিহীনদের প্রতি এই মুসিবতের মধ্যে কষ্ট পাওয়ার কারণ কি? খোদায়ী নিয়ম এটাকে কিভাবে অনুমতি দেয়?

এবারও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে উত্তরঃ এই মাসআলাটি ভাগ্যের সুক্ষতার সাথে সম্পর্ক রাখার ফলে তাক্বদিরের রিসালা এর প্রতি মনযোগ প্রদর্শণ করিয়ে এখানে শুধু এতটুকু বলব যে-

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً

তোমরা এমন বালা মুসিবত থেকে বেচে থাক যে, যা বিশেষতঃ আগমনের বেলায় কেবল জালীমদের উপর বর্তাবে না নিস্পাপদের ও আক্রমন করবে। (আনফাল ৫২)

আলোচ্য আয়াতের সুক্ষতা হল এটা যে, এই দুনিয়াটি হল এক অভিজ্ঞতার ময়দান ও পরীক্ষাস্থল ও কর্তব্যের প্রতি অনঢ় ও ইহা চূড়ান্ত মেহনত প্রচেষ্টার ময়দান। পরীক্ষা ও দায়িত্ব-পরায়নতা দাবী রাখে যে, হাক্বিক্বাত সমুহ পর্দাবৃত থেকে সুদুর বিতর্ক ও মুজাহাদার মাধ্যমে আবু বকরের সাথে তার সাথীর সর্বোচ্চ সম্মানস্থলে যেন তারা পৌছায় এবং এর বিপরীত আবু জেহেলরা যেন আছফালে ছাফিলিন নামীয় নিম্ন স্থরে পৌছায়। এখন যদি যারা নিস্পাপ তারা এমন মুসিবত সমূহে দৃঢ় হস্তে শক্ত মন নিয়ে আল্লাহ্‌র নির্ভরশীলতায় থাকতে পারত তাহলে অবু জেহেলরা হুবহু আবু বকরদের ন্যায় হয়ে যেতো মুজাহাদার সাথে, ইনসাফ আদালতের সাথে যে আধ্যাত্মিক দরজা সমূহ আছে এগুলো বন্ধ হয়ে যেতো এবং কর্তব্যপরায়নতার সুক্ষ রহস্য ও নষ্ট হয়ে যেতো।

তাই যেহেতু জালীমের সাথে মাজলুমকে ও বিপদ আপদের বেলায় একসাথে নিমজ্জিত হওয়া এলাহীর হিকমতের পন্থা অনুযায়ী প্রয়োজনীয়তা প্রকাশ ঘটায়। তাহলে ঐ বেচারাগণ যারা মজলুম তাদের রহমত ও আদালতের ইনসাফসমুহ কি হতে পারে?

উক্ত প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে যে, ঐ মুসিবত নামী দুর্দশার মধ্যে মাজলুমদের জন্যে একটি রহমতের জলওয়া বিদ্যমান আছে। কারণ মাসুমদের অস্থায়ী মাল সম্পদ তাদের নামে সাদকা হয়ে স্থায়ী এক মালের হুকুমে রূপান্তরিত হওয়ার ন্যায় অস্থায়ী জীবন সমূহকে স্থায়ী জীবনের অর্জন হবে এমন মর্তবার এক প্রকার সাক্ষীর হুকুমে অন্তর্ভূক্ত হয়ে তুলনা অনুযায়ী অল্প ও সাময়ীক এক কষ্ট-সহিষ্ণুতা এবং আযাব থেকে বড় ও চিরকালীন একটি উপার্জন অর্জনের লক্ষে এই ভূমিকম্প রূপান্তরিত হয়ে যায়। যা মাজলুমদের ও মাসুমদের ব্যাপারে একইভাবে গজবের মধ্যে এক রহমত স্বরুপ।

পঞ্চম প্রশ্নঃ সু-বিচারক (আদিল) এবং রাহিম, কাদির ও হাকিম মহান আল্লাহ কেন বিশেষ গোনাহের শাস্তি বিশেষ শাস্তি স্বরুপ না দিয়ে বড় মাপের এক জাতীকে শাস্তি অর্পন করছেন এমনটি করা জামালে-রাহমাতের এবং শুমুলু-কুদরতের বিবেচনায় কিভাবে মানিয়ে নেওয়া হচ্ছে?

উত্তর: মহান কাদিরে যুল-জালাল প্রত্যেক জাতীকে অসংখ্য দায়িত্ব প্রদান করেছেন, এবং প্রত্যেক দায়িত্ব কর্তব্যে অসংখ্য ফলাফল ও প্রদান করা হচ্ছে। কোন এক জাতীর কেবল একটি দায়িত্বের মধ্যে যদি তার ফল-প্রসুতে অনিষ্ট মন্দ ও মুসিবত-মুখর হয়ও, যদি অন্যান্য দায়িত্বের উত্তম ফলাফল সমূহ এই অনুভবীয় মন্দ ফলকে উৎকৃষ্টমানের ফলে নিয়ে আসে, যদি এই কেবল অনিষ্টকর ফল অস্তিত্যে না আসার জন্যে মানুষের বিপরীত আক্রান্ত হওয়া এই জাতী যদি তাদের দায়িত্বকে আদায় করতে বাধা স্বরুপ দাড়ায় আদায় না করে, তখন ঐ উত্তম ফলাফলের রুপ নেওয়ার পরিসংখ্যানে উত্তম কর্ম সমূহকে ছেড়ে দেওয়া হয়। আর আবশ্যকীয় উত্তম কাজকে না করাতে, ছেড়ে দেওয়াতে মন্দ কর্মের বিবেচনায় ঐ উত্তম কর্ম সমূহের সমমানি মন্দকর্ম সমূহকে পরিসংখ্যান করা হয়, এমন হয় যে একটি মাত্র মন্দ ফলের থেকে রক্ষা পাওয়ার তরে দায়িত্ব আদায় না করে যে, অনেক উত্তম ফল এসেছিল ঐ গুলোও আর আসে না যা অতি অনিষ্টকর ও হিকমতের বিপরীত ও হাকিকাতের বিপরীত একটি অপবাদের শামিল। আর আল্লাহর ক্ষমতা হিকমত হাক্বিক্বাতের ত্রুটি থেকে মুক্ত, তাই যেহেতু এক প্রকার ভূল-ত্রুটি সমূহ ঐ জাতীকে ও ভূমি সংক্রান্ত আক্রমনে আনয়নের স্থরে একটি সার্বিক আনুগত্যহীনতা এবং অনেক মাখলুকাতের অধিকারের প্রতি এক অবহেলামূলক বাড়াবাড়ী বিদ্যমান, তাই অবশ্যই ঐ অপরাধের উর্ধ্বে অনিষ্টতাকে প্রদর্শনের কারণে বিশাল এক জাতীকে সার্বিক দায়িত্ব পালনের মধ্যে এগুলো থেকে শিক্ষা নেও বলে আদেশ জারী করা একই রকমের হিকমত আদালত ও মাজলুমদের জন্যে রহমত স্বরুপ।

ষষ্ট প্রশ্নঃ আহলে গাফলত ভূমিকম্পকে পৃথিবীর নিচের খনীজ সম্পদের উলটপালটের ফলাফল হিসেবে গুজব প্রচার করে, পূর্ণাঙ্গ ভাবে আকস্মীক ঘটনা প্রচার করে, এবং প্রাকৃতিক ও কারণবিহীন একটি ব্যাপার হওয়ার দৃষ্টিকোন থেকে তারা দেখে। এই সংঘটিত ভূমিকম্পের আধ্যাত্মিক কারণ সমূহকে এবং ফলাফল সমূহকে তারা মোটেও ভ্রুক্ষেপ করছে না যেন এমন যে, তারা সতর্কতায় ফিরে আসে। এই লক্ষে এমন দূর্ঘটনাবলীর সাথে সংশ্লীষ্ট ধারার কোন হাক্বিক্বাত বা বাস্তবতার রুপ আছে নাকি?

উত্তর: ভ্রষ্ট দাবির আহলে দালালাতের কাছে কখনও মৌলীক বাস্তবতার কোন হাক্বিক্বাত ছিলনা। তার কারণ প্রত্যেক বছর পঞ্চাশ মিলিয়ন থেকে অনেক বেশী সুন্দর নকশাকৃত পরিশোধিত শার্ট গেঞ্জি সমূহকে পরিধানকারী এবং পরিবর্তনশীল পৃথিবীর উপরে হাজার হাজার প্রকার সমূহের সৃষ্টির একটি প্রকার হওয়া যেমন- মশা-মাছির দল থেকে অসংখ্য প্রকার থেকে একটির মধ্যকার শত শত অঙ্গাবলী থেকে একটি মাত্র অঙ্গ তার ডানার ইচ্ছা ও আগ্রহ এবং রুচির এমনকি হিকমত উজ্জলতার মুখাবয়ব এবং এ সংশ্লীষ্টতা না থাকাটা ও ডানার এই অবস্থান অনর্থক সৃষ্টি না এর কারনটা প্রদর্শন করছে যে, সীমাহীন সৃষ্টিজীবের কৃম্ভিলকবৃত্তির মূলে আসলে এবং তার ফিতরাতে আবদ্ধ এই বিশাল পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ড ও অবস্থা সমুহ এমনকি কোন কিছুই আংশীক হোক বা পরিপূর্ণ ভাবে হোক এলাহীর ইচ্ছা আগ্রহ চাহিদার বাহিরে কিছুই হতে পারে না। তবে কাদিরে মূতলাকের হিকমতের নিয়মের সাথে বাহ্যিক কারণ সমূহের অবস্থানকে পর্দা দ্বারা আবৃত করে রাখে। যখন ভূমিকম্পের ইচ্ছা করেন, তখন মাঝে মাঝে খনিজ সম্পদ বা পৃথিবীর তলদেশে পরিবর্তনকে হুকুম প্রদান করত: অগ্নীপ্রজ্জলন করেন। যাই হোক, যদি পৃথিবীর তলদেশীয় সমস্যার কারণে হয়, এমনটিও যদি ঘুরে ফিরে তারই হুকুমে ও এলাহীর হিকমতের দ্বারা সংঘটিত হয়। যেমন-কোন ব্যক্তি

রাইফেল দিয়ে কাউকে হত্যা করল্ এবং তাহাকে হত্যাকারি বা আঘাতকারী বলে আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তির যত প্রকার হক্ব আছে তাহা প্রত্যাখ্যীত করে রায় ঘোষণা করা কি পরিমানের আহাম্মক সাব্যস্থ হবে। কাদিরে যুল-জালালের হুকুমের তাবেদার এর ন্যায় এক কর্মচারী বরং একটি জাহাজ একটি বিমান হওয়া এই পৃথিবীর মধ্যে পাওয়াকৃত আগত ভূমিকম্প এবং হিকমত ইচ্ছার সাথে কর্মে নিয়োজীত একটি বোমাকে আহলে গাফিল ও সীমালঙ্গনকারীকে পূনরায় জাগ্রত করার জন্যে কম্পন বা অগ্নীপ্রজ্ঞন করা হয়। ভূমির তলদেশের এইটা সেইটা হয়েছে বলে ভূমির কম্পন হচ্ছে বলে মহান রবের আদেশকে ভূলে যাওয়া এবং প্রকৃতিবাদীতাকে অনুসরণ করা, প্রচার করা র্নিবোদ্ধীতার নিরিখে চূড়ান্ত পর্যায়ের এক নিকৃষ্ট মানোভাব ছাড়া কিছু নহে।

ষষ্ট প্রশ্নের পরিশেষ ও ব্যাখ্যা: ভ্রষ্টতায় ও নাস্তিকতায় নিমজ্জিত যারা তারা তাদের পথ সমূহকে হেফাজত করার বিরুধিতায় ও বাধা দেওয়ার জন্যে ঐ পরিমান অনাকাংখীত বিদ্রোহীতা এবং আশ্চর্যজনক এক অপকৌশল প্রদর্শন করছে যে, যা মানুষকে মানবতা থেকে নাস্তানাবোধ করে। যেমন- সাম্প্রতিক কালে মানুষ তার উপর আনীত জুলুম মুলক, উৎপীড়িত অবাদ্যতা থেকে কায়েনাতের ও তার মধ্যকার অন্যান্য সকল সৃষ্টিকুলের ক্রদান্নীত হওয়া অবস্থা থেকে, এমনকি যিনি বিশেষ ক্ষেত্রের মালিক নহেন বরং সমগ্র কায়েনাতের সার্বিক ক্ষেত্রের সৃষ্টিকুলের রব ও হাকিমের সুবিচারের বিবেচনায় সার্বিক ও প্রশস্থ এক তজল্লীর সাথে বিশ্বভ্রম্মান্ডের সার্বিক প্রেক্ষাপটে এবং রুবুবিয়াতের সামগ্রীক দৃষ্টিকোনে মানব জাতীকে সতর্ক ও জাগ্রত করার লক্ষে এবং আগ্রাসীমুলক সীমালঙ্গনতা থেকে মুখ ফিরাবার তরে এবং জানার অনাগ্রহতা সমূহকে এই দিক থেকে যে কায়েনাতের সুলতান কে পরিচিত করার জন্যে তুলনাহীন, চলমান এই পানি বাতাস এবং ইলেট্রিক থেকে উল্ল্যেখ্য বিষয় ভূমিকম্পকে, সাইক্লোনকে এবং সবার উপর আগত মসিবতের ন্যায় সার্বজনীন এবং আক্রমন্নাত্মক বিপদ আপদকে মানবজাতীর মুখের সামনে আনয়ন করে চড় মারা এর সাথে সংশ্লীষ্ট হিকমত, কুদরত, সুবিচার চিরঞ্জীব ক্ষমতাকে ও তার ইচ্ছা ও হিকমত সমুহকে অতি স্পষ্ট আকারে উপস্থাপন করার পরও মানব আকৃতির কিছু আহাম্মক শয়তানদের মহান পালনকর্তার এলাহির শিক্ষা প্রদর্শনের সম্মুখে মুর্খতার ন্যায় বিদ্রোহ করে ও প্রতিবাদী হয়ে বলছে যে, এই ভূমিকম্পের কারণ হলো প্রাকৃতিসূলভ এটা মাঠির তলদেশের ফাটলের এক অবস্থা, হঠাৎ এসে পড়া, অন্য কিছু নহে। এটা এমন যে সূর্যের তাপের সাথে ইলেট্রিক জনীত ধাক্কা খাওয়ার অবস্থা।

যার ধরুন একবার আমেরিকায় পাঁচ ঘন্টা সকল মেশিনারী যন্ত্র সমুহ কাজ করছিল না, এবং কাসতামনো (তুরকিতে) এলাকার আবহমন্ডল ও বাতাসের মধ্যে আকাশ সংক্রান্ত এক ধাক্কার ধরুন বিরন হয়েছে, যা অগ্নী আকৃতিতে এসেছিল। এভাবে তারা বলে বলে অনর্থক দুশ্চিন্তা করতে আছে। ভ্রষ্টতা থেকে আগত সীমাহীন মুর্খতা এবং জিন্দিকদের থেকে আগত নিকৃষ্ট এক হঠাৎ ঘটনীয় কারণের সাথে তারা জানেনা যে, কারণ সমুহ মাধ্যম সমূহ একেকটি বাহক মাত্র একেকটি পর্দা মাত্র। পাহাড়ের ন্যায় একটি চাম বৃক্ষের অংশ সমূহকে স্পর্ষ করা, এটাকে কাটা, স্থানান্থর করার জন্যে একটি গ্রামের সমতুল্য শত খানিক কারখানা এবং কারখানা স্থল ছোট খাটো একটি বিচিকে প্রদর্শন করে যে এই কাঠ এই টুকরাগুলো ঐ বিশাল বৃক্ষ থেকে এখানে এনে কাঠছাট করে টুকরা টুকরা করা হয়েছে। এখন যদি এর কারিগর বলে যে এই বৃক্ষ ঐ বিচি থেকে বের হয়েছে তখন মুল কারিগর যিনি স্রষ্টা তার প্রদর্শন করা হাজার খানিক কর্মকৌশলকে অস্বীকার করে এমন অনেক বাহ্যিক কারণ সমূহকে প্রদর্শন করে বীজ থেকে শষ্য পর্যন্ত কার অবদান তা আর আলোচনায় আসেনা। অতএব স্রষ্টার ইচ্ছা এবং হিকমতের সাথে কর্মকৌশলকৃত অত্যান্ত বড় এক কর্মকে কিছুই নয় এমন অবস্থাকে নিমজ্জিত করে এমনকি মাঝে মাঝে এমন হয় যে, অতি গভীর ও অজানা এবং অতি গুরুত্বপূর্ণ

হাজার খানীক দৃষ্টিতে হিকমত পূর্ণ হওয়া একটি বাস্তবতাকে তারা নাম দেয়, (বিভিন্ন সুনামীর নাম) এটা এমন ভাবে তারা বিশেষায়ন করে যে যাতে ঐ নামের সাথে ঐ ঘটনার প্রেক্ষাপট বুঝানো যায়, স্বভাবজাত হয়। কোন এলাহি হিকমত যেন প্রকাশ না পায়। ফলে সাধারনের ক্ষেত্রে হিকমতে এলাহী দুরত্বে থেকে যায়। সুতরাং এসো! দেখ যে মুর্খতা ও নির্বোদ্ধীতার সীমাহীন অবস্থান সমুহকে একশত পৃষ্টাও যদি লেখা হয় এবং এর হিকমত সমুহকে বর্ণনা করা হয় যেন মনে হয় পূর্ণভাবে জানতে পারবে এমন গভীর ও প্রশস্থময় এক অজানা নাম ঐ ঘটনার সাথে তারা জড়িয়ে দেয়। যেনো পূর্বে ঘটিত বা জানা একটি বিষয়ের ন্যায় যে, এটাতো এভাবে তারা প্রকাশ করে।

উদাহরণ স্বরুপ তারা বলে সূর্যের একটি উপাদান ইলিট্রিকের ধাক্কা খাওয়া। পাশাপাশি এখানে প্রতিষ্টিত একেকটি সামগ্রীক ইচ্ছা, এবং সার্বিক আকাংখা এবং একেকটি পরাক্রমশালী সুকৌশলী প্রকার সমূহকে খুজে পাওয়াকৃত ও আল্লাহর নিয়ম পন্থা এর নামের সাথে স্বরণ হওয়া এমন স্ববাবজাত নিয়মের কোন একটিকে বিশেষ ও আল্লাহর ইচ্ছার প্রতি প্রত্যাবর্তন করে। আর ঐ প্রত্যাবর্তনীয়তার সাথে যে নাম তারা রেখেছে এর দ্বারা আল্লাহর শিক্ষা প্রদর্শনীয় ইচ্ছা থেকে দুরে সরিয়ে নেয়। পরে এটাকে হঠাৎ এবং প্রাকৃতিক বলে উড়িয়ে দেয়। আবু জেহেল থেকে আরও বেশী জাহিলামীর দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, মুর্খতা প্রদর্শন করে। কোন ব্যক্তির অথবা কোন শিবিরে বিজয়ী হওয়া যুদ্ধকে, কোন নীতিমালা বা সেনা কানুনের প্রতি সম্বোদন করত: কামান্ডারের কাছ থেকে বাদশাহর কাছ থেকে রাষ্ট্রের কাছ থেকে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে ঐ উপরের নীতি নির্ধারকদের কাছ থেকে নিজে নিজে জয়ী হয়েছে বলে পৃথক হওয়াটা চূড়ান্ত পর্যায়ের নির্বোদ্ধীতা ছাড়া কিছুই নহে। একইভাবে, ফলদায়ক এক গাছের একটি বীজ থেকে উদগত হওয়ার ন্যায়, নখের সমতুল্য একটি কাঠের টুকরা থেকে একজন কারিগর যদি পোষাকের সুতা বা থান তৈরী করে আর একজন এই টুকরাকে হাতে নিয়ে বলে যে এই পোষাক শিল্পের থান, এই কাঠের টুকরা থেকে হয়েছে সাথে সাথে শত প্রকার ভীন্নমুখী খাবার যদি রান্না করে আর একইভাবে বলা হয়, এই খাবার, পোষাকের থান, এই কাজ গুলো প্রাকৃতিক ভাবে হঠাৎ করে কাঠের টুকরা থেকে হয়ে গিয়েছে ঐ সময় ঐ কারিগরের রান্না বা থান কাপড়ের কারীগরীকে মোটেও মুল্যায়ন না করায় তাহাকে মূল্যহীন স্থরে নিক্ষেপ করে। এমনটি কি পরিমানের মুর্খতা স্পষ্ট। ঠিক একই রকম ভূমিকম্পের ব্যাপারটিও।

সপ্তম প্রশ্ন: এই ভূমিকম্পন এই দেশের ইসলামী পরিবেশের অধিবাসীদের দিকে এবং তাদের কে লক্ষ্য উদ্দেশ্য করে কম্পিত হওয়া কিসের সাথে মূলত সংশ্লীষ্ট এবং বিশেষ করে এরযিনজান ও ইজমির (তুর্কী দুটি শহর)এলাকাতে একটু বেশী ভূমিকম্প হওয়ার কারণ কি?

উত্তর: এই দুর্ঘটনাটিতে যেমন শীতের কালে তেমনী অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রিতে যেমন প্রচন্ড ঠান্ডায় তেমনী সম্মানে ভ্রুক্ষেপ না করায় এই দেশে বিশেষ ভাবে হওয়াটার কারণ হল, যেভাবে বড় মাপের বিপদ থেকে কিনারায় তাদের নিয়ে আসা হয় একিভাবে, সংকীর্ণরূপে পাতলা রকমের গাফলতী থেকে সজাগ করার জন্যে ঐ ভূমিকম্পের প্রচলন চালিয়ে যাওয়ার ন্যায় অসংখ্য সুনির্দিষ্ট প্রমানাদিকে সংঘটিত করে ইহা আহলে ঈমানকে জাগ্রত করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। একিভাবে, নিজে কম্পিত হচ্ছে। আর এরযিনজানের ন্যায় এলাকাতে দুটি কারণ বিদ্যমান।

এক. ভূল-ত্রুটির সংখ্যা কমানোর উদ্দেশ্যে ও অপরাধ থেকে পরিস্কার করার লক্ষে তাড়াহুড়া এখানে দেওয়া হয়েছে।

দুই. এরযিনজানের ন্যায় স্থান সমূহে মজবুত ও হাকিকাতপূর্ণ ঈমান এর সংরক্ষন এবং ইসলাম বিদ্ধেশী কর্ম সমূহকে অল্প অথবা পূর্ণভাবে সুযোগ পাওয়ার দৃষ্টিতে আহলে জিন্দিকদের ওখানে মন্দপৃষ্ট কর্মকান্ডের প্রভাবকারী এক স্থল হওয়ার বিবেচনায় সর্ব প্রথম ঐ সকল এলাকাতে চড় মারানো হয়েছে, এমনটাই সম্ভাবনা বিদ্যমান।

لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ اِلَّا اللهُ

(আল্লাহ ছাড়া কেউ অদৃশ্য খবর রাখে না) রেফঃ সোজলার ১৭১

سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ